বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি ঢাকা শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা

০১. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহের মেধাবী কিন্তু অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও মেধার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও বিশ্বমানের উন্নত নাগরিক গড়তে সহায়তার লক্ষ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি ঢাকা কর্তৃক মেধাবিকাশ শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা প্রণয়ন করছে।

০২. পরিধি: এ শিক্ষাবৃত্তি বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৬টি জেলা এবং ঢাকায় বসবাসরত বৃহত্তর ময়মনসিংহের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রদান করা হবে।

০৩. শিক্ষাবৃত্তির প্রকারভেদ: সরকারি ও আধাসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে।

০৪. এই বৃত্তি কেবলমাত্র অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। কোন ছাত্র ছাত্রী যদি মেধাবী এবং স্বচ্ছল হয় তবে তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

০৫. বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা:

ক. এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত হতে হবে।

খ. স্নাতকোত্তর শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে, এ স্নাতক পরীক্ষার কোন সরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.২ সম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য পর্যায়ে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

গ. ন্যূনতম ফলাফলগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের আবেদনকারীগণ শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। এক্ষেত্রে পরিবারের পিতা/মাতা/অভিভাবকের পেশা, বাৎসরিক আয়, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। এক পরিবারের অধ্যয়নরত একাধিক শিক্ষার্থী অগ্রাধিকার পাবে।

ঘ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ফলাফল/যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

ঙ. বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রতি বছরের সফলতা/ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং তা সন্তোষজনক হলে বৃত্তি প্রদান অব্যাহত থাকবে।

০৬. কোটা: বৃত্তি প্রদানে নিম্নলিখিত কোটা অনুসরণ করা হবে।

ক. প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে মোট বৃত্তির ৫০% মেয়ে ৫০% ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাওয়া না গেলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হবে।

খ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য ৫% বৃত্তি সংরক্ষিত থাকবে। প্রার্থী না পাওয়া গেলে অন্যদের নির্বাচন করা হবে।

০৭. ক. সমিতির নোটিশ বোর্ড ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমিতির ওয়েব সাইটে বৃত্তি প্রচার করা হবে নির্ধারিত আবেদন ফরমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সরাসরি অথবা ডাকে আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদনপত্র নীতিমালায় ৪ নম্বর ক্রমিকের আলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ থাকতে হবে।

খ. বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির ঢাকা কর্তৃক একজন আহ্বায়ক ও একজন সদস্য সচিবসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। সমিতির সভাপতি ও মহাসচিব এই কমিটির উপদেষ্টা হবে।

০৮. শিক্ষা বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিধি

ক. শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ

খ. বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা পর্যায়ভিত্তিক বৃত্তির হার নির্ধারণ

গ. বৃত্তির জন্য আবেদনপত্রের ফরম, আবেদনপত্রের তারিখ উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও আবেদন পত্র গ্রহণ

ঘ. আবেদনপত্র স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে যাচাই বাছাই উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন এবং ক্যাটাগরির ভিত্তি শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ

ঙ. শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত বর্ধিত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ণ এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন

চ. বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা

ছ. সমিতির নির্বাহী পরিষদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বাস্তবায়ন

জ. বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি ঢাকার সভাপতি, কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব প্রমুখের যৌথ স্বাক্ষরে শিক্ষাবৃত্তি তহবিল নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি ঢাকা

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর জেলা

এম/১-এ, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা। রেজি নং: ঢ-০১৫০৬

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি ঢাকা শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম

ছবি

নাম----------

পিতার নাম----------

মাতার নাম----------

স্থায়ী ঠিকানা----------

বর্তমান ঠিকানা----------

দুরালাপনী----------

ই-মেইল----------

জাতীয়তা----------

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ----------
(যদি ছাত্রের এনআইডি ঢাকায় হয় তবে বাবা/মার এনআইডি দাখিল করতে হবে)

জন্ম তারিখ----------

রক্তের গ্রুপ----------

অভিভাবকের পেশা ও বার্ষিক আয় *(১.৫ লক্ষ টাকার নিচে হলে দরিদ্র)*----------

বর্তমানে কোন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম----------

পরীক্ষার ফলাফল *(সকল সনদপত্র সংযুক্তকরণ)*----------

যোগাযোগের নম্বর/ই-মেইল/সেল ফোন----------

বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র

২। আবেদনকারী----------অত্র----------

প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী।

শ্রেণি ও শিক্ষাবর্ষ

অনুষদের নাম:

ডীন/ বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল মোহর

৩। বৃত্তি কমিটির সুপারিশ

বি:দ্র: আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে সমিতির ঠিকানায় আবেদন প্রেরণ করতে হবে।